২৪শে এপ্রিল ২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৪ এপ্রিল, ২০১৭ রানা প্লাজা ধ্বসের চার বছর পূর্তিতে ব্লাস্ট সহস্রাধিক শ্রমিকের প্রাণহানীর দ্রুত বিচার এবং কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ ও এর নূন্যতম মানদন্ড নির্ধারনের দাবী জানাচ্ছে

আজ ২৪ শে এপ্রিল ২০১৪ রানা প্লাজার ধ্বসের চার বছর পূর্তিতে ব্লাস্ট সহস্রাধিক (১১৩৫ জন) শ্রমিকের প্রাণহানীর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার দাবী জানাচ্ছে । এবং তার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত-নিহতহ শ্রমিকের ক্ষেত্রে যথাযথ ও দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণের দাবী জানাচ্ছে।

২০১৩ সনের ভয়াবহ এ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোট ১৪টি ফৌজদারী মামলা, ০১ টি দেওয়ানী মামলা ও মহামান্য হাইকোর্টে ০৪টি রীট মামলা দায়ের করা হয়।

১৪টি ফৌজদারী মামলার মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে বাংলাদেশ শ্রম আইন এর দূর্ঘটনার নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতা এবং বিপদজনক পরিণতি সংক্রান্ত আইন লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঢাকার ১ম শ্রম আদালতে মোট ১১টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ০১টি মামলার অভিযোগ শুনানীর জন্য এবং বাকী ১০ টি মামলা আসামী হাজিরার জন্য বিচারাধীন আছে।

তা ছাড়া পুলিশ কর্তৃক বিল্ডিং কোড না মানা ও অবহেলাজনিত মৃত্যুর কারনে ভবনের মালিক, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, ও ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে রাজউক কর্মকর্তা কর্তৃক ০১টি মামলা ও সাভার মডেল থানার কর্মকর্তা কর্তৃক ০১টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে ০১টি মামলা অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে এবং অন্যটি দায়রা আদালতে বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য যে, রানা প্লাজায় নিহত একজন শ্রমিকের স্ত্রী কর্তৃক দায়েরকৃত হত্যা মামলাটিও বর্তমানে দায়রা আদালতে বিচারাধীন আছে। এছাড়াও ০১টি ক্ষতিপূরন সংক্রান্ত অর্থ মোকদ্দমাটি ঢাকার ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। আজ, ঘটনার ৪ বছর পর কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি এবং কাউকে লক্ষাধিক প্রানের জন্য দায়ী করা হয় নাই- এই ব্যাপারে ব্লাস্ট থেকে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

যদিও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ ট্রাস্ট ফান্ড হতে অনুদান পেয়েছেন, কিন্তু ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণকে এখনো পর্যন্ত বিচারের আওতায় এনে ক্ষতিপূরন প্রদানে বাধ্য করা যায় নাই। ক্ষতিপূরন নির্ধারনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী নিহত শ্রমিকদের জন্য ০১ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিকদের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধার্য আছে যা অপর্যাপ্ত। ব্লান্ট এর পক্ষ হতে শ্রমিকের ভবিষ্যত মজুরী, অনুমিত চিকিৎসা ব্যয়, পরিবারের পোষ্যদের অনুমিত খরচ, দুর্ঘটনার পরবর্তী শ্রমিকের মানসিক চাপ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি

গুরুত্ব আরোপ করার প্রতি জোর দাবী করছে। উল্লেখ্য, মারাত্মক দুর্ঘটনা আইনের আওতায় ২০১৬ সালের ১৬ই এপ্রিল সড়ক দূর্ঘটনার ফলে নিহত হওয়া সাংবাদিক মোজোম্মেল হোসেন মন্টুর মৃত্যু ঘটনা

সংক্রান্ত মামলায় উচ্চ আদালত তার পরিবারকে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এ মামলায় গ্রাচুইটি, ভবিষ্যৎ বেতন সহ যে বিষয়গুলো আদালত বিবেচনায় নিয়েছেন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়ার জন্য ব্লাস্ট দাবী জানাচ্ছে।

আহত ও নিহতদের স্মরণে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচীসমুহ

ব্লাস্ট এর পক্ষ থেকে আজ ২৪ শে এপ্রিল ২০১৭ সকল নিহত ও আহত শ্রমিক এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিশেষ করে উদ্ধারকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর আয়োজনে সকাল ৮:৩০ মিনিটে জুরাইন কবরস্থানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ১ মিনিট নীরবতা পালন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও গতকাল ২৩শে এপ্রিল ২০১৭ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর আয়োজনে রানা প্লাজা দুর্ঘটনাস্থলে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনসহ প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচী ও মানব বন্ধন কর্মসূচিতে ব্লাস্ট অংশগ্রহণ করে।

পাশাপাশি ব্লাস্ট এর পক্ষ হতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিদ্যালয়গুলোতে সকালের এসেম্বলীতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া জেলা পর্যায়ে ব্লাস্ট এর বিভিন্ন ইউনিটসমুহের আয়োজনে নিহত ও আহত শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে জেলাসমুহের শহীদ মিনার ও ইউনিট অফিসের সম্মুখে মোমবাতি প্রজ্জলনসহ প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচী, মানব বন্ধন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd